দৈনিক
ইত্তেফাক
তারিখ - ০৬-০২-০৮
ঢাকা ঃ বুধবার ২৪শে মাঘ ১৪১৪

# মুদ্রাস্ফীতি, মুদ্রানীতি ও বিনিময় হার

ড. এম. আজিজুর রহমান

বাংলাদেশ এখন অর্থনৈতিক মন্দায় প্রায় পর্যুদস্ত। একদিকে মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি অন্যদিকে প্রকট বেকার সমস্যা। এ মুহূর্তে আমাদের প্রয়োজন সম্প্রসারিত কোন অর্থনৈতিক নীতিমালা গ্রহণ করা যাতে করে আমরা বেকার সমস্যা দূর করে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পারি। উৎপাদন ও সরবরাহ বাড়িয়ে এবং গড়পড়তা উৎপাদন খরচ কমিয়ে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করতে হবে। এর ফলে দেশের সামগ্রিক জাতীয় উৎপাদন ও মাথাপিছু আয়, প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান বাড়বে, মানুষ অল্প দামে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসহ সবকিছুই তাদের ক্রয় ক্ষমতার আওতায় এনে সুষ্ঠুভাবে জীবন যাপন করতে পারবে।

অর্থনীতির দৃষ্টিতে একই সাথে এগুলোর সামগ্রিক সমাধান খুব একটা সহজ বিষয় নয়। আমরা যদি সম্প্রসারিত মুদ্রানীতি ও রাজস্বনীতি গ্রহণ করি তাতে দেশের দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়বে এবং ক্রেতাদের বাড়তি চাহিদা মেটাতে সংশ্লিষ্ট উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু সাথে সাথে দ্রব্যমূল্যও বেড়ে যাবে যা আমাদের কাম্য নয়। আবার যদি আমরা মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধে সংকুচিত মুদ্রানীতি গ্রহণ করি তাতে দেশের সামগ্রিক উৎপাদন হ্রাস পাবে এবং বেকার সমস্যা আরো বৃদ্ধি পাবার আশংকা সৃষ্টি হবে। এভাবে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করতে গিয়ে দেশ ও সরকার বেকার সমস্যা সমাধানে আরো জটিল সংকটের সম্মুখীন হবে। অর্থাৎ কোন দূরীকরণের এ প্রচেষ্টা অপচেষ্টায় পরিণত হলে অর্থাৎ উদাহরণ উল্টো হলে সমস্যা আরও জটিল হবে। মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধে বিকল্প পন্থা হিসেবে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে এবং বিনিময় হার বাড়িয়ে তা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

আমরা চাই দেশের সামগ্রিক উৎপাদন, উৎপাদনশীলতা বাড়াতে ও বেকার সমস্যা দূর করতে এবং সেই সাথে মুদ্রাস্ফীতির একটি কার্যকর প্রতিরোধের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে। তাহলে মানুষ নিত্যপ্রয়োজনীয় দেশি বিদেশি মানসম্পন্ন দ্রব্যাদি সাশ্রয়ী মূল্যে ক্রয় ও ভোগ করতে পারবে এবং অভাব-অনটন দূর করে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করবে।

আগেই বলা হয়েছে, আমরা মুদ্রাস্ফীতি ও বেকার সমস্যা এ দুটি প্রকট সমস্যায় ভুগছি। যদি আমরা মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধে সংকুচিত মুদ্রানীতি গ্রহণ করি তাতে আমাদের বেকার সমস্যা আরো বেড়ে যাবে। বেকার সমস্যা দূরীকরণে সম্প্রসারিত কোন মুদ্রানীতি গ্রহণ করলে তাতে আবার মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে যাবে। এই ধরনের সংকটাপন্ন অবস্থায় আমাদের দ্বিমুখী পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে যাতে করে বেকার সমস্যা দূরীভূত হয় এবং মুদ্রাস্ফীতিও প্রতিরোধ হয়। এ সমস্যার একটি দীর্ঘমেয়াদি সমাধান দরকার বলে ইতোপূর্বে আমি আমার কয়েকটি প্রবন্ধে সুপারিশ করেছি, মান বৃদ্ধি, মানব সম্পদের উন্নয়ন ও আধুনিক কারিগরি প্রযুক্তি ও উন্নতমানের উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পারি। যার ফলে মাথাপিছু উৎপাদন বাড়বে এবং নতুন নতুন কারিগরি প্রযুক্তি ও উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আমরা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসহ মানসম্পন্ন অনেক কিছুই উৎপাদন করতে পারব। তাতে করে বেকার সমস্যা কমবে এবং এই জনবহুল দেশের বিরাট জনগোষ্ঠী মানব সম্পদে রূপান্তরিত হতে পারবে। অন্যদিকে উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধির ফলে মুদ্রাস্ফীতিরও প্রতিরোধ হবে, মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়বে, মানুষ সাশ্রয়ী মূল্যে দেশি ও বিদেশি দ্রব্যসামগ্রী ভোগ করতে পারবে। আবার আমরা কম খরচে উৎপাদিত মানসম্পন্ন দ্রব্যাদি বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারব।

স্বাভাবিকভাবেই আমরা বেকার সমস্যা দূরীকরণের জন্য সম্প্রসারিত মুদ্রানীতি নিয়ে থাকি। সম্প্রসারিত মুদ্রানীতির দরুন টাকার বিনিময় হার কখনই বাড়বে না বরং বিভিন্ন কারণে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাবে। মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধির সাথে দেশে সুদের হার হ্রাস পাবে। উন্মুক্ত বাজার, উন্মুক্ত অর্থনীতিতে দেশীয় মূলধন বেশি সুদের আশায় বিদেশে পাচার হবে। তাতে করে বৈদেশিক বিনিময় বাজারে আমাদের টাকার চাহিদা ও বিনিময় হার দুটোই কমে যাবে। আবার সম্প্রসারিত মুদ্রানীতির ফলে দেশের উৎপাদন ও আমদানী দুটোই বেড়ে যাবে। এ অবস্থায় বিদেশি দ্রব্যাদি ক্রয় বাবদ বৈদেশিক বিনিময় বাজারে টাকার সরবরাহ বিশেষভাবে বেড়ে যাবে কিন্তু টাকার বিনিময় মূল্য কমে যাবে। বেকার সমস্যা দূরীকরণ, উৎপাদন ও আমদানী বৃদ্ধি পেলেও মুদ্রাস্ফীতির ঊর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হবে। সম্প্রসারিত মুদ্রানীতির ফলে আমাদের জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাবে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের প্রতিযোগিতার আসন নিম্নমুখি হবে। রপ্তানী কমবে এবং আমদানী বাড়বে। ফলে আমদানীকৃত দ্রব্যাদির মূল্য পরিশোধে বৈদেশিক বিনিময় বাজারে আমরা টাকার সরবরাহ বাড়াতে বাধ্য হই, যা টাকার বৈদেশিক বিনিময় মূল্য অনেক কমিয়ে দেয়।

এ আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সম্প্রসারিত মুদ্রানীতির ফলে উৎপাদন ও আমদানী দুটোই বৃদ্ধি পায় কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির ঊর্ধ্বগতি ও টাকার নিম্নমুখী বিনিময় হারের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। আগের প্রবন্ধগুলোর অকাট্য যুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে বলতে চাই বাংলাদেশের বর্তমান এ পরিস্থিতিতে বেকার সমস্যা দূরীকরণ ও মুদ্রাস্ফীতি রোধে আমরা কোনমতেই সংকুচিত মুদ্রানীতি গ্রহণ করতে চাই না। আমরা সম্প্রসারিত মুদ্রানীতি ও রাজস্বনীতি অথবা যৌথভাবে মুদ্রা ও রাজস্বনীতি সমন্বয় করে সম্প্রসারিত অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করবো। যাতে করে দেশের আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আমদানী বৃদ্ধি পায়, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বেড়ে যায়। বর্তমান মুদ্রাস্ফীতির আমরা আন্তর্জাতিক মুদ্রাস্ফীতির ফলশ্রুতি হিসেবে পেয়েছি এবং এটি চাহিদাজনিত মুদ্রাস্ফীতি নয়। এ মুদ্রাস্ফীতির উৎপাদন খরচের ঊর্ধ্বগতিজনিত মুদ্রাস্ফীতি। সম্প্রসারিত মুদ্রানীতির ফলে স্বাভাবিক নিয়মে টাকার বিনিময় হার হ্রাস পাবে। যার কারণে বিদেশি দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে আমাদের সহজ কোন উপায় না থাকলেও যা করা উচিত তা হল টাকার বৈদেশিক বিনিময় হার বাড়িয়ে তা সুকঠিনভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা। এক্ষেত্রে যৌথ বা মিশ্র ও সমন্বিত অর্থনৈতিক এবং সম্প্রসারিত মুদ্রানীতি নিয়ে সফলতা অর্জন করতে পারলে একদিকে বেকার সমস্যা দূর করতে পারবো অন্যদিকে হারানো ক্রয়ক্ষমতা ও চাহিদা ফিরে পেয়ে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন, উৎপাদনশীলতা এবং সরবরাহ বাড়িয়ে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধে আংশিক হলেও সফলতা অর্জন করা যাবে।

[লেখক : ভাইস-চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনি[illegible]]